আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুকের টাকা চুরির এক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার, দুই চোর গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুকের জমানো টাকা চুরির ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়েরের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে চুরি হওয়া টাকা উদ্ধারসহ দুই চোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টা ৩০ মিনিটে আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ বাজারের মদনবাবুর মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ টাকা উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা গ্রামের দলিরুর রহমানের ছেলে রাশেদুল ইসলাম রঞ্জু (৩৮) এবং মৃত খলিল হোসেনের ছেলে ভোলা হোসেন (৩৫)। পুলিশ জানায়, তারা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেহালা গ্রামের মোছাঃ জোসনা খাতুন
(৬৮) নামের এক বৃদ্ধা ভিক্ষুক তার প্রতিবন্ধী ছেলে মোবারককে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করেন। ভিক্ষার টাকাই ছিল তাদের একমাত্র ভরসা। গত ১৭ আগস্ট রাত ৮টার দিকে রাতের খাবার শেষে তিনি ও তার ছেলে বাজারে পান খেতে যান। এ সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরের তালা ভেঙে টিনের বাক্সে রাখা তার জমানো ৫০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর টাকা না পেয়ে হতাশ বৃদ্ধা বুধবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

এরপরই আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাসুদুর রহমান পিপিএম এর নির্দেশে এসআই (নিঃ) মোঃ আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম চৌকস অভিযান চালিয়ে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের গ্রেফতার এবং ২৯ হাজার ৮০ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

স্থানীয়রা জানান, ভিক্ষুক জোসনার জীবনের সব সঞ্চয়ই ছিল ওই টাকা। পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে টাকা উদ্ধারের ফলে তিনি স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

এ বিষয়ে গাংনী পৌরসভার প্রকৌশলী শামীম আহমেদ বলেন, “ড্রেন নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালে। তবে কাজ শুরুর পর প্রথম ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ ফেলে চলে যায়। পরে নতুনভাবে কাজ আবারও শুরু হয়েছে।”

বানভাসি মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে ভ্যান চালক, শ্রমিক, দিন মজুর, ভিক্ষুক

ভ্যান চালক থেকে শুরু করে শ্রমিক, দিন মজুর, নারী ও শিশুরাও এগিয়ে এসেছেন বানভাসি মানুষের সাহায্যের জন্য। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সকলেই যেনো শামিল হয়েছেন এক কাতারে। সতস্ফূর্ত সহযোগীতার এ দৃশ্য গাংনী উপজেলা শহরের। বানভাসি অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য গতকাল শনিবার দিনভার গাংনী উপজেলা শহরে তিনটি গ্রুপ হয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এঁর অঙ্গ সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার ও গাংনী বাজার কমিটির উদ্যোগে এই অর্থ সংগ্রহ করেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, গাংনী শহরের বড় বাজার বাসস্ট্যান্ড, কাথুলি মোড়, থানার মোড় এলাকায় ছোট ছোট বাকস, ও ড্রামে করে টাকা সংগ্রহ করছেন। পথচারী, ব্যবসায়ী, নারী, পুরুষ, ভ্যান চালক, দিন মজুরসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ দানবাক্সে অর্থ সহায়তা দিচ্ছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মুজাহিদ, ফরিদুল ইসলাম পান্না, আজম, জীবনসহ তাদের ত্রিশ জন সদস্য অর্থ সংগ্রহে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দিন শাওনের নেতৃত্বে মার্কেট মালিক সমিতির সহ-সভাপতি

হাজী রবিউল ইসলাম, ব্যবসায়ী জিনারুল ইসলাম, হাফিজুল ইসলামসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

এদিকে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্য ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ, রাকিবুল ইসলাম রকি, নাসিম আহমেদ, সুমন রেজা, হুসাইন বাদশা, সম্রাট, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, গাংনী সাইন্স এন্ড টেকনলোজিত কলেজের পরিচালক নাজমুল হুসাইন, কলেজ শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বকুল স্বেচ্ছায় হিসেবে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে অংশ নেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিন জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর সহযোগী সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্বেচ্ছাসেবীরা একদিনে প্রায় লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছেন।

এদিকে গাংনী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বাজার কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারাও একদিনে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই এসব টাকা পয়সা দূর্গত এলাকার বানভাসি অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করা হবে।

বানভাসি মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে ভ্যান চালক, শ্রমিক, দিন মজুর, ভিক্ষুক

ভ্যান চালক থেকে শুরু করে শ্রমিক, দিন মজুর, নারী ও শিশুরাও এগিয়ে এসেছেন বানভাসি মানুষের সাহায্যের জন্য। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সকলেই যেনো শামিল হয়েছেন এক কাতারে। সতস্ফূর্ত সহযোগীতার এ দৃশ্য গাংনী উপজেলা শহরের। বানভাসি অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য গতকাল শনিবার দিনভার গাংনী উপজেলা শহরে তিনটি

গ্রুপ হয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এঁর অঙ্গ সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার ও গাংনী বাজার কমিটির উদ্যোগে এই অর্থ সংগ্রহ করেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, গাংনী শহরের বড় বাজার বাসস্ট্যান্ড, কাথুলি মোড়, থানার মোড় এলাকায় ছোট ছোট বাকস, ও ড্রামে করে টাকা সংগ্রহ করছেন। পথচারী, ব্যবসায়ী, নারী, পুরুষ, ভ্যান চালক, দিন মজুরসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ দানবাক্সে অর্থ সহায়তা দিচ্ছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মুজাহিদ, ফরিদুল ইসলাম পান্না, আজম, জীবনসহ তাদের ত্রিশ জন সদস্য অর্থ সংগ্রহে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দিন শাওনের নেতৃত্বে মার্কেট মালিক সমিতির সহ-সভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, ব্যবসায়ী জিনারুল ইসলাম, হাফিজুল ইসলামসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

এদিকে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্য ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ, রাকিবুল ইসলাম রকি, নাসিম আহমেদ, সুমন রেজা, হুসাইন বাদশা, সম্রাট, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, গাংনী সাইন্স এন্ড টেকনলোজিত কলেজের পরিচালক নাজমুল হুসাইন, কলেজ শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বকুল স্বেচ্ছায় হিসেবে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে অংশ নেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিন জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর সহযোগী সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের স্বেচ্ছাসেবীরা একদিনে প্রায় লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছেন।

এদিকে গাংনী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বাজার কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারাও একদিনে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই এসব টাকা পয়সা দূর্গত এলাকার বানভাসি অসহায়

কোটচাঁদপুরের ভিক্ষুক মামুনের আত্নত্যাগ

নিজের ভিক্ষার টাকা, অন্য ভিক্ষুককের হাতে তুলে দিয়ে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন শারিরীক প্রতিবন্দী ভিক্ষুক মামুন হোসেন । বুধবার সকালে এ দৃশ্যটি দেখা যায় কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডের এক চায়ের দোকানে।

জানা যায়, কয়েকদিনের গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে মানুষের কাজ কর্ম ব্যহত হচ্ছে। এরপরও আয় রোজগার করতে বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে বের হয়েছে অনেকে।

এদের মধ্যে দেখা যায় দুই জন ভিক্ষুককে। এদের ১ জন বয় বৃদ্ধ রাহেলা খাতুন (৭০),আরেকজন শারিরীক প্রতিবন্দী মামুন হোসেন ।

মামুন বাসে ভিক্ষা করে,আর রাহেলা কোটচাঁদপুর শহরের দোকান আর বাসা বাড়িতে।

বুধবার সকাল ৯ টা। মামুন বসে আছেন কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডের বাস কাউন্টারের পাশের চায়ের দোকানে। হঠাৎ ওখানে এসে পৌছাল বয় বৃদ্ধ রাহেলা খাতুন(৭০)।

তিনিও ভিক্ষা বৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। প্রতিদিনের ন্যায় আজও সকালে তিনি বাড়ি থেকে বের হন ভিক্ষার জন্য। তবে তাতে বাদ সাদেন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। বৃষ্টিতে তাঁর গায়ের কাপড়ের অধিকাংশ ছিল ভেজা। তিনিও বসলেন ভিক্ষুক মামুনের পাশে। এর কিছুক্ষন পর আলাপ চারিতা করতে দেখা যায় ওই দুই জনের মধ্যে।

একপর্যায়ে মামুন তাঁর পকেট থেকে টাকা বের করে হাত বাড়িয়ে দেন রাহেলার দিকে। নিতে বলেন টাকা গুলো। রাহেলা টাকাটা হাতে নেন।

এ দিকে এ দৃশ্য দেখেন স্থানীয় অনেকে। হতবাক হন মামুনের এ

আত্মত্যাগ দেখে। মামুন কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। ৪ ভাই ২ বোনের মধ্যে মামুন দ্বিতীয় ছেলে। মামুন বলেন,জন্ম থেকে আমি প্রতিবন্দী ছিলাম না। ছোট বেলায় পোলিও হওয়ায় আমি প্রতিবন্দী হয়েছি। এরপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে ভিক্ষা বৃক্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। এ ছাড়া সরকার থেকে প্রতিবন্দী ভাতাও পেয়ে থাকি,তবে সেটা আমার পিতা নিয়ে খরচ করেন। চাইতে গেলে গোলযোগ করেন আমার সঙ্গে। এ কারনে ভিক্ষার টাকা নিয়ে গিয়ে আমি বাক্সে রাখি।

তিনি বলেন,প্রতিনিয়ত আমি বাসে ভিক্ষা করি। এতে আমার আয় রোজগার খারাপ হয় না। এ কারনে মায়ের বয়সের বৃদ্ধাকে ভিজা অবস্থায় দেখে আমার কস্টো লেগেছিলা।

তিনি আমাকে বলেছিল বৃষ্টির কারনে আজ কোন ভিক্ষা হয়নি। এ কারনে আমার ভিক্ষা করা কিছু টাকা তাকে দিয়েছি। মামুন বলেন,আমি প্রতিবন্দী হলেও বাসে গেলেই ভিক্ষা পাচ্ছি। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় ওনি তো কোথায় যেতে পারছে না। তাই কিছুটা দিয়ে সহায়তা করলাম।

জানা গেছে,ইতোমধ্যে মামুন বিয়ে করেছেন। সংসার জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক।

এদিকে খোজ নিয়ে জানা গেছে, রাহেলা খাতুন কোটচাঁদপুর উপজেলার মুরুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বেশ কয়েক বছর হল স্বামী মারা গেছেন। রেখে গেছেন দুইটি সন্তান। যার একটি মেয়ে। আরেকটি ছেলে। এদের দুই জনই প্রতিবন্দী বলে নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন। তিনি বলেন,রাহেলার শুধু মাত্র ভিটে মাটি আছে। আর দুটি সন্তানই তাঁর প্রতিবন্দী। তবে তারা সরকারি ভাতার আওতায় রয়েছেন। আর বাকিটা জোগাড় হয় তাঁর ভিক্ষার টাকায়।